মহেশের ভাইঝির মৃত্যু হ'য়েছিল।
পুরোহিতে আনিবারে মহেশ চলিল।।
গ্রাম্য লোকে পুরোহিতে দিল না আসিতে।
পুরোহিত নাহি এল সে শ্রাদ্ধ করিতে।।
পুরোহিত, নিবাসী নিঝামকান্দী গ্রাম।
সভক্তি অন্তরে দ্বিজ পূজে শালগ্রাম।।
পিছুভাগে দাঁড়াইল সে মহেশ গিয়া।
দ্বিজ গেল পূজামন্ত্র সকলি ভুলিয়া।।
ঠাকুর বলেন 'একি হইল বালাই।
বিগ্রহ পূজিতে মন্ত্র হারাইয়া যাই'।।
নরসিংহ শালগ্রাম পূজেন ব্রাহ্মণ।
মন্ত্রভুলে যাই কেন ভাবে মনে মন।।
ভাবিলেন অমঙ্গল হইবেক ভারী।
পিছু দিকে চেয়ে দেখে মহেশ বেপারী।।
একদৃষ্টে চেয়ে দেখে মহেশ পানেতে।
নরসিংহ শালগ্রাম মহেশের সাথে।।
মূর্ত্তিমন্ত নরসিংহ শালগ্রাম শিরে।
মহাপ্রভু হরিচাঁদ তাহার ভিতরে।।
ব্রাহ্মণ বলেন 'আর নাহিক বিলম্ব।
চল যাই আগে গিয়া করি তব কর্ম।।'
অমনি উঠিল দ্বিজ মহেশের না'য়।
সমাধা করিল শ্রাদ্ধ আসিয়া ত্বরায়।।
মহেশ ঠাকুরে বলে 'স্বজাতি সমাজে।
মম-বাম পদ তুল্য কেহ নাহি বুঝে।।
উমাচরণের বড় আর্ত্তি ঠাকুরেতে।
তার পুত্র যাদব পরম নিষ্ঠা তা'তে।।
কয় ভাই এক আত্মা একযোগ প্রাণ।
হরিচাঁদে আত্মস্বার্থ করিয়াছে দান।।
গোলোকচাঁদের পদে ছিল দৃঢ়-ভক্তি।।
মহানন্দ পাগলকে আত্মা দিয়া আর্ত্তি।।
যত লোক ওড়াকান্দী বারুণীতে যায়।
যাতায়াতে উমাচরণের বাড়ী খায়।।
সকলকে বলে সাধু হইয়া কাতর।
"এই নিমন্ত্রণ র'ল বৎসর বৎসর।।
যতলোক ওড়াকান্দী যান এই পথে।
মমালয়ে তিষ্ঠিবেন আসিতে যাইতে।।
এই দেশ জলা ছিল না ফলিত ধান।
মতুয়ারা আসাতে এদেশের কল্যাণ।।
ইদানিং ফলেছে ধান তোমরা না খেলে।
এ দেশের সুফলেতে ধান্য নাহি ফলে।।
গৃহস্থের গৃহে যদি সাধুতে না খায়।
সে গৃহের আর বৃদ্ধি কখন না হয়।।
এক বর্ষ তোমরা এলে না এই বাড়ী।
ধান্য না হইল মোরা মন্বন্তরে মরি।।
আসিও থাকিও সবে খাইও যাইও।
গৃহস্থের শ্রীবৃদ্ধি হইবারে দিও।।
পিতা-পুত্র পরিজন সবে একমন।
আত্মা দিয়া সবে করে সাধুর সেবন।।
এই ভাবে সাধু 'সেবি' সবার পুলক।
হরিচাঁদ ভক্ত এরা ভুবন তারক।।
শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত রচিল তারক।
প্রেমানন্দে হরি হরি বলে সর্ব্বলোক।।

কবিশ্রেষ্ঠ আনন্দ সরকারের পুত্রবর লাভ ও ভক্তবর হরিবর সরকারের জন্ম

বঙ্গেতে ধন্য কবি আনন্দ সরকার।
নমঃশূদ্র কুলে জন্ম দুর্গাপুর ঘর।।
ফরিদপুর জিলা থানা গোপালগঞ্জ।
বাস করে সংখ্যাধিক নমঃশূদ্র পুঞ্জ।।
কবি মধ্যে প্রধান আনন্দ সরকার।
পাঁচালী ও টপ্পাগানে শ্রেষ্ঠ অধিকার।।